ছাত্রদলের সংকট সমাধানের পথে

নিজস্ব প্রতিবেদক
৪ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৪ জুলাই ২০১৯ ০১:৫৫

বিএনপির নীতিনির্ধারকদের মধ্যস্থতায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সংকট সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। বিদ্রোহী নেতাদের ‘চাওয়ার’ পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্বল্পকালীন আহ্বায়ক কমিটি গঠনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ১২ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং কাউন্সিলের তারিখও পেছাবে। সিনিয়র নেতাদের আশ্বাসে বিদ্রোহী ছাত্রদল নেতারা গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে গত কিছুদিনের ‘অপ্রীতিকর’ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য সাবেক ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে যারা সার্চ কমিটিতে আছেন, তাদের কয়েকজন আহ্বায়ক কমিটি গঠনের বিপক্ষে। এমন পরিস্থিতিতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিক থেকে কী সিদ্ধান্ত আসে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন সবাই। জানা গেছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বরচন্দ্র রায় এবং যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বিদ্রোহী ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেছেন। তাদের বক্তব্য ও দাবি শুনেছেন। তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত অক্ষুণœ রেখে কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়।

ছাত্রদল নেতারা জানিয়েছেন, তিন জ্যেষ্ঠ নেতা তাদের দাবি শুনে সংকট সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তাদের সংবাদ সম্মেলন করে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেন। সে অনুযায়ী গতকাল তারা সংবাদ সম্মেলনও করেন। এর পর বিকালে সার্চ কমিটি তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করে। সবকিছু ঠিক থাকলে আজকালের মধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তারেক

রহমান স্বাইপে কথা বলবেন।

এ ব্যাপারে মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল আমাদের সময়কে বলেন, সংকট সমাধানে একটি পথ তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি, কয়েকদিনের মধ্যে সমাধান হবে।

গত ৩ জুন ছাত্রদলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে দিয়ে কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু করে বিএনপি। এর পর থেকেই বিলুপ্ত কমিটির নেতারা ধারাবাহিক কমিটি গঠনের দাবিতে নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে আসছিলেন। ২২ জুন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএনপি আন্দোলনকারী ছাত্রদলের ১২ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়।

এদিকে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তালা ঝুলানোসহ নানা ঘটনাবলীর জন্য ক্ষমা চেয়ে সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষব্ধরা।

ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের মহানগর উত্তরের সভাপতি বহিষ্কৃত নেতা জহির উদ্দিন তুহিন লিখিত বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ছাত্রদলের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে বিএনপি কার্যালয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাবলী আমাদের ব্যথিত এবং মর্মাহত করেছে। এ ধরনের ঘটনায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ হয়েছে। সংগঠিত বিষয়ে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুগত থেকে শ্রদ্ধাভাজন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশাবলী পালনে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

সদ্য বহিষ্কার হওয়া নেতাদের স্বাক্ষরে বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা সংগঠিত বিষয়ে জড়িত নই। দলের অনুগত এবং বিশ্বস্ত কোনো কর্মী এ ঘটনা ঘটাতে পারে না বলেও মনে হচ্ছে না। এলোমেলো পরিস্থিতির কারণে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে আমরা মনে করি।

লিখিত বিবৃতিতে বহিষ্কৃত ১২ নেতাসহ ২৬ জনের স্বাক্ষরও রয়েছে।